স্বদেশবার্তা ও রূপসী বাংলা হাতবদল

কর্ণফুলী'র মিনি রিপোর্ট

সাপ্তাহিকভাবে ২ ঘন্টার বাঙলা রেডিও অনুষ্ঠান 'রূপসী বাংলা' সিডনী থেকে দীর্ঘ ২ বছর ১১ মাস প্রচারিত হওয়ার পর আজ ১৩ মে ২০০৬ 'অজবাংলা'য় নাম-বদলে হাত বদল হয়ে গেল। সিডনী'র একটি কমিউনিটি রেডিও ষ্টেশন এফ-এম ৮৯.৭ থেকে রূপসী বাংলা নামে প্রতি শনিবার দুপুর ১টা থেকে ৩টা অব্দি এ বাংলানুষ্ঠান প্রচারিত হতো। সম্প্রতি উক্ত প্রচার মাধ্যমে'র পরিচালক ও প্রযোজক জনাব সৈয়দ রফিকুল হক সাগর আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে এ পরিবর্তন ও হাতবদল বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। চিকিৎসকদের উপদেশানুযায়ী সাগর সে কারনে অনির্দিষ্টকালের জন্যে দুঃশ্চিন্তাহীন নিরপোদ্রব বিশ্রামে চলে গেলেন। একটি কমিউনিটি রেডিও'র জন্যে টানা দুঘন্টার রেকর্ড অনুষ্ঠান সাজানো ও সরাসরি হাওয়া-প্রচার করতে যে পরিশ্রম ও মেধাক্ষয় হয় তা আপাতত সাগরের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। জনাব হক তার রেডিও'র নির্ধারিত সময়াংশটি সিডনী'র আরেকজন বাঙলা-মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব জনাব লুৎফর রহমান শাওনকে গেল হপ্তায় আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

সাগর থেকে শাওনে হাতবদল হয়ে উক্ত রেডিওর নামের আদ্যক্ষর 'রূপসী' আজ থেকে মুছে গেল। 'রূপসী'র স্থলে 'অজ' শব্দটিকে প্রতিস্থাপন করে বর্তমান পরিচালক ও প্রযোজক শাওন আজ ১৩ মে ২০০৬ শনিবার তার 'অজ-বাংলা' রেডিও'র প্রথম অনুষ্ঠানটি প্রচার করেন। রেডিওর নির্ধারিত বাংলানুষ্ঠানের বরাদ্দকৃত সময়টুকু সাগর তার সাথী শাওনকে দিয়েছেন মাত্র, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এ রেডিও অনুষ্ঠানের নামটি তিনি হাতছাড়া করেননি দেখে অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, 'সাথী শাওনকে 'ঘর' দিয়েছেন সাগর, কিন্তু 'দুয়ার' দেননি, অর্থাৎ সাগর একসাথে 'ঘর-দুয়ার' দুটি হাত ছাড়া করেননি।'

উৎকর্ষ-পরিক্ষীত 'রূপসী বাংলা'র প্রাক্তন কিছু কর্মী ও ঘোষকের উপস্থিতির কারনে অনুষ্ঠান প্রচারনা ও পরিচালনায় তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। সিডনীবাসী প্রচুর বাঙালী এই হাত-বদল অনুষ্ঠানটি সরাসরি হাওয়া-প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে শুনেছেন। জনাব হক টেলিফোনের মাধ্যমে রূপসী বাংলা চ্যানেলের গড়ে ওঠা বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছুক্ষন হৃদয়বিদারক একটি বক্তব্য রাখেন। সকলের কাছে তিনি তার 'ত্যাগে-বাধ্য' বিষয়টির কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং সুস্থ হলে ভবিষ্যতে বাংলা প্রচার মাধ্যমে পুনরায় ফিরে আসবেন বলে তিনি তার আশা ব্যক্ত করেন। তার বক্তব্য শুনে অনেক শ্রোতা অশ্রু সম্বরন করতে পারেননি। রেডিওর মাইক্রফোনের গোড়ায় বসে থাকা নুতন পরিচালক শাওন পারেনি তার আবেগ সামলে রাখতে। আবেগাপ্লুত শাওনের বাকরুদ্ধ হয়ে আসছিল বার বার। কারণ 'সাগর-শাওন' সমমনা এ জুটি দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে সিডনী'র আকাশ ও ছাপা মাধ্যমে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলেন। সাথী'র এ দুঃসময়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন শাওন। 'অজবাংলা'র আড়ালে মুলত 'রূপসী বাংলা'কে বাঁচিয়ে রাখার একটি উদার প্রয়াস নিয়ে

শাওন তার সাথী সাগর থেকে বৈঠাটি বুঝে নিলেন। হাতবদলে'র এ অনুষ্ঠানে রূপসী বেতারের একনিষ্ঠ কর্মী ও উপস্থাপক কামরুল ও আতিকুর রহমান সহ আরো বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী ও শুভানুধ্যায়ী রেডিও কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। পালাক্রমে তারা সকলে শাওন ও সাগরের উদ্দেশ্যে শ্রোতাদেরকে অনেক কথা শুনিয়েছেন। হৃদয়বিদারক ও আবেগমিশ্রিত দু'ঘন্টার এ রেডিও অনুষ্ঠানটি ছিল সত্যি মনে রাখার মত। নুতন নামের রেডিও 'অজবাংলা' একই সময়ে প্রতি শনিবার প্রচারিত হবে বলে শাওন ও তার সাথীরা ঘোষনা দেন।

সিডনী'র বাঙলা প্রচার-মাধ্যম ময়দানে জনাব লুৎফর রহমান শাওনের এখন বড় সুদিন। তিনি এখন যেদিকে চোখ রাখেন সেদিকেই জয় করে নিচ্ছেন বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। শাওন দীর্ঘ ন' বছর ধরে সিডনী থেকে প্রচারিত সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক 'স্বদেশবার্তা' নামে একমাত্র যে বাংলা পত্রিকাটির সম্পাদনা করে আসছিলেন তার ১০০% মালিকানাও তিনি গত শুক্রবার ১২ ই মে ২০০৬ আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝে নিয়েছেন বলে একটি বিশ্বস্ত সুত্রে জানা যায়। সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক 'স্বদেশবার্তা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন মালিক জনাব নুরুল আজাদ ধারাবাহিক অর্থনৈতিক সংকটের কারনে বানিজ্যিকভাবে ব্যার্থ ও মৃতপ্রায় এ পত্রিকাটি শাওনের কাঁধে তুলে দিয়ে হাঁফ ছেড়েছেন বলে অনেকে ধারণা করছেন। শাওন আগে থেকেই অনিয়মিতভাবে 'অজবাংলা ডটকম' নামে আরেকটি তড়িৎ-মিডিয়া চালিয়ে আসছিলেন। সবমিলিয়ে সিডনীতে শাওনই এখন একমাত্র বাংলাদেশী ভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব যিনি একক মালিকানায় একাধারে তিন-তিনটি বাংলা প্রচার মাধ্যমের মালিক, সম্পাদক, প্রযোজক ও পরিচালক। লুৎফর রহমান শাওনের এন্টারপ্রাইজ ছাতার নীচে এখন 'অজবাংলা' রেডিও, সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক 'স্বদেশবার্তা পত্রিকা' ও 'অজবাংলা ডটকম' তড়িৎ-মিডিয়া সহ তিনটি মিডিয়া। আর মাত্র 'আকাশ-ছবি' মাধ্যমটি (টিভি) যদি শাওন তার এন্টারপ্রাইজে সংযুক্ত করতে পারতেন তবে সিডনী'র বাংলাদেশী সমাজ শাওনকে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও একজন 'মিডিয়া মুঘল' হিসেবে সম্মানের সাথে চিহ্নীত করতে পারতেন বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। একসাথে একাধিক প্রচার মাধ্যমের মালিকানা অর্জন করে সিডনীর বাংলাদেশী আঙিনায় শাওন সত্যি এক বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

কর্ণফুলী'র মিনি রিপোর্ট